R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

# পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ

২৫ সেপ্টেম্বর আসানসোলে এসইউসিআই(সি)-র পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলার সমস্ত বন্ধ উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো অবিলম্বে খোলা, জেলার সর্বত্র পানীয় জল সরবরাহ করা, বন্ধ কারখানার জমিতে সরকারি উদ্যোগে ভারী শিল্প স্থাপন করা, কয়লা শিল্পে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ রোধ, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানার করপোরেটাইজেশন ও অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বিক্রি রোধ ও সমস্ত বেসরকারি কারখানার শ্রমিকদের পিএফ, ইএসআই, পেনশন, এবং ওভারটাইমের দাবি সহ প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল প্রথা প্রবর্তন ও মদ নিষিদ্ধকরণ সহ ১১ দফা দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং জেলাশাসকের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী।

# শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০০ দিনের কাজে ব্যাপক দুর্নীতি ও কাটমানি নেওয়ার প্রতিবাদে, বার্ধক্য ভাতা ও বিধবা ভাতা দেওয়া এবং বেহাল রাস্তা সারানোর দাবিতে ২৭ সেপ্টেম্বর পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ-ডেপুটেশন হয়। শতাধিক মহিলা ও পুরুষ এতে সামিল হন।

সহদেব কয়ালের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে ডেপুটেশন দেন। প্রধান দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন ও সেগুলি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন বিশ্বজিৎ ঘোষ, হাকিম আলি, মাধবী প্রামাণিক ও সুবীর দাস।

# স্বীকৃতির দাবি পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের

পশ্চিমবঙ্গে ১২৮টি পৌরসভা ও নিগমে কর্মরত প্রায় দশ হাজার পৌর স্বাস্থ্যকর্মী কুড়ি বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন। বেতন মাত্র ৩১২৫ টাকা। জননী সুরক্ষা, টিকাকরণ, শিশুদের সুরক্ষা, বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধকের ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম করার কথা থাকলেও বর্তমানে এই কাজের পরিধি দিনের পর দিন বাড়ানো হচ্ছে। পৌরসভার কাজ, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজ এবং ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশন-এর কাজ করানো হচ্ছে তাঁদের দিয়ে। বিপিএল তালিকাভুক্ত মানুষের বিশেষত মহিলা ও শিশুদের থেকে এপিএল তালিকাভুক্ত মানুষের কাছেও বর্তমানে এই পরিষেবা পৌঁছে দিতে হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এক টাকাও বেতন বৃদ্ধি করেনি।

২১ সেপ্টেম্বর সুডায় (স্টেট আরবান ডেভলপমেন্ট এজেন্সি) ডেপুটেশন দিয়ে দাবি জানানো হয়, ১) মুখ্যমন্ত্রীর কথাকে মান্যতা দিয়ে কাজের বয়স ৬৫ বছর পর্যন্তই করতে হবে, ২) স্বেচ্ছাসেবী নয়, কর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে, ৩) সাম্মানিক ভাতা নয়, পদ অনুযায়ী সম্মানজনক বেতন দিতে হবে, ৪) ইপিএফ, পেনশন এবং অবসরে এককালীন তিন লক্ষ টাকা দিতে হবে, ৫) প্রতি বছর ৫ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি করতে হবে, ৬) যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পদোন্নতি চালু করতে হবে, তারপরে শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ করতে হবে, ৭) জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত করতে সাবসেন্টারের সংখ্যা বাড়ানো, আধুনিকীকরণ, ওষুধ এবং প্রতিষেধক টিকার পর্যাপ্ত সরবরাহ করতে হবে।

সুডা ডিরেক্টর জানান, গ্র্যাচুইটির দাবি মেনে নিয়ে অর্থ দপ্তরে সুপারিশ করার জন্য পৌরমন্ত্রীর কাছে ফাইল পাঠিয়েছেন। ট্রেনিং শুরু করবেন অক্টোবর থেকে। বেতন বৃদ্ধি ইনসেনটিভের মাধ্যমে বাড়ানোর চেষ্টা করছেন।

## ৩৪বি বাস নতুন রুটে চালানোর দাবিতে

# বরানগরে নাগরিক কনভেনশন

উত্তর কলকাতার টালা ব্রিজ দীর্ঘ দু'দশক ধরে সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে। সম্প্রতি এই ব্রিজ দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মূল কলকাতায় যাতায়াত খুবই সমস্যার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যা সমাধানে এক গুচ্ছ বিকল্প প্রস্তাব তুলে ধরে আন্দোলনে নেমেছে বরানগর নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতি।

১২ অক্টোবর জিএলটি রোড-টবিন রোড মোড়ে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনে সমিতির পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, টালা ব্রিজ মেরামত না হওয়া পর্যন্ত ৩৪বি বাস ডানলপ-কাশীপুর-রাজবল্লভপাড়া-শ্যামবাজার-ধর্মতলা রুটে চালানো হোক। বর্তমানে এই বাসটি ডানলপ-বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে-হাডকো-ফুলবাগান-কাঁকুরগাছি-বেলেঘাটা-শিয়ালদা-ধর্মতলা রুটে চলছে। এই রুট বরানগরবাসীর কোনও কাজে লাগছে না। বাসকর্মচারী ও বাসমালিকদের স্বার্থও এই রুট রক্ষা করছে না। বেশিরভাগ গাড়ি বসে যাওয়ায় বাসের ড্রাইভার ও কন্ডাকটররা তাঁদের দুরবস্থার কথা সভায় তুলে ধরেন। সমিতির আরও দাবি, ডানকুনি-শিয়ালদহ লাইনে প্রতি ২০ মিনিট অন্তর ট্রেন চালাতে হবে। বন্ধ হয়ে যাওয়া কুটিঘাট-বাগবাজার লঞ্চ সার্ভিস চালু করতে হবে, বাড়াতে হবে নোয়াপাড়া থেকে মেট্রো রেল সার্ভিস। এছাড়া ৩৪সি রুটটিও চালু করার দাবি উঠেছে।

দাবিপত্রে হাজার হাজার মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ২৩ অক্টোবর বরানগর পৌরসভা অভিযানের কথা জানান সমিতির অন্যতম আহ্বায়ক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য। এই কনভেনশন সফল করার জন্য পরিবেশ বিজ্ঞানী ডঃ অরুণকান্তি বিশ্বাস, ফুটবল প্রশিক্ষক রঞ্জন ভট্টাচার্য, জাতীয় ফুটবলার ত্রিজিত দাস, সাংবাদিক প্রসূন আচার্য, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, ডাঃ ইন্দ্রনীল সেন প্রমুখ ৫০ জন বিশিষ্ট নাগরিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নাগরিক সভার পাশেই বিপ্লবী বাঘাযতীনের আবক্ষ মূর্তি দুষ্কৃতীরা ভেঙে ফেলার প্রতিবাদে সভায় নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়।

# আশা কর্মী ইউনিয়নের সম্মেলন

আশাকর্মীদের স্থায়ী সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা, ন্যূনতম ১৮০০০ টাকা মাসিক বেতন, পি এফ, বোনাস এবং ইএসআই চালু, দিশা ডিউটি বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে ২৩ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের নকশালবাড়ি ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব হলে। সম্মেলনের আগে দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড ব্যানারে সজ্জিত মিছিল পানিঘাটা মোড় থেকে শুরু হয়ে নকশালবাড়ি বাজার পরিক্রমা করে। বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলা ইনচার্জ জয় লোধ। সভাপতিত্ব করেন বনানী সাহা। পলি আচার্যকে সভাপতি এবং ফাল্গুনী বর্মন ও সীমা সরকারকে যুগ্ম সম্পাদক করে ২৩ জনের কমিটি গঠিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com